ভোরের শিশির

দেওয়ান আবদুল বাসেত

(শিশু কিশোর ছড়াগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশঃ

অমর একুশ-১৯৯৭ইং

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা

বাংলাদেশ

২য় প্রকাশঃ

মরুপলাশ ১৯৯৮ইং

ঢাকা, বাংলাদেশ

ইন্টারনেট সংস্করণঃ

প্রবাসে সাহিত্য চর্চা

জিওসিটিজ.কম/নিউশিপন

২০০২ইং

সংশোধিত ইন্টারনেট সংস্করণঃ

২০০৪, ২০০৫ইং এবং

২০জুলাই ২০০৬ইং

০৫শ্রাবণ ১৪১৩বাঙলা।

মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ঢাকা, রিয়াদ-সউদী আরব।

গ্রন্থস্বত্বঃ

মীরা বৃষ্টি নদী বৈশাখী

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ

লুবনা বাসেত বৃষ্টি

প্রচ্ছদঃ

এস এম সামছুদ্দিন

প্রকাশনার ২০ বছর

Email:marupalash@gmail.com

rupashee.chandpur@gmail.com

mohona.mohona@gmail.com

website: www.marupalash.com

www.geocities.com/rupashee_chandpur www.geocities.com/mohona_riyadh

ISBN 984-8211-12-8

উৎসর্গ...

তিন তনয়ার ফুলেল হাসি
বৃষ্টি-নদী-বৈশাখী,
ফাগুন দিনে বাউল সুরে
যাচ্ছে কোকিল ওই ডাকি।

ওদের দিলাম ভোরের শিশির
আমার নতুন সৃষ্টিকে,
ওরাই আমায় খুলে দিলো
ভালোবাসার দৃষ্টিকে। ..... ছড়াকার

ভোরের শিশির ছড়াগ্রন্থে সে সকল ছড়াগুলো সংকলিত হয়েছে....

ভোরের শিশির / নাচছে দেখো / মিষ্টি শিশু / নতুন বাড়ির ইষ্টি / বাঙলা লিমেরিক/ ছ'ঋতুর তালিকা/ চাঁদের নাতি / সারসের পিকনিক্ / ছন্দ তালে বলছে মীরা / রোদের মাঝে বৃষ্টি / শীতের ছড়া / পাগলী মেয়ে আম্বিয়া / লাল ফুলের গান / জলোচ্ছ্বাস'৯১ / সাটুরিয়ার ঝড়'৮৯ / দীপ্তি বীনা মীনা / ভাষার সেনা / অতীতের বাংলা / ময়ূর সিংহাসন / যাঁর নামে চাঁদপুর / একাত্তরে / কবি নজরুল / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বিজয় দিনের গান / ভাষার লিমেরিক / বাপী তোমার জন্যে / ফিরে এলো ফাগুন / আমার পরিচয়

ভোরের শিশির

পাখির গানে সুয্যি মামা
চোখটি যখন মেলে,
হল্‌দে বরণ সরষে বিলে
ভোরের শিশির খেলে।

লক্ষ মণি মুক্তা যেন
গলায় তাদের হাসে,
তাইনা দেখে মৌমাছিরা
দল বেঁধে সব আসে।

আসলো যখন মিষ্টি হাওয়া
চললো রোদের খেলা,
ঝরলো তখন ভোরের শিশির
ভাঙলো তাদের খেলা।

নাচছে দেখো

শোনবে তুমি মুনমুনি
মৌমাছিদের গুনগুনি
সোনামনি হীরের খনি
দেবো কিনে ঝুনঝুনি।

কেন অভিমান শুনি
চলনা তোতার গান শুনি
সজনে ডালে
হাওয়ার তালে
নাচছে দেখো টুনটুনি।

মিষ্টি শিশু

(বাংলাদেশের সকল সবুজ সবুজ অবুঝ শিশুদের)

যার ঘরে নেই মিষ্টি শিশু
দুঃখে ভরা ঘর,
মনটা থাকে শুক্‌নো নদী
শুক্‌নো বালুর চর!

বাগান ভরে ফুটবে না ফুল
আলোর জোনাক খেলবে না,
গাঙ চিলেরা মাছের খোঁজে
পাখ্‌না তাদের মেলবে না।

মিষ্টি শিশু এলে..
সেই সুখে মেঘ বৃষ্টি ঝরে
লক্ষ ফুলের সৃষ্টি করে
রাতের রাণী জোনাকীরা
ইলিক-ঝিলিক খেলে।
অন্ধকারের বাগান ভরে
আসবে চাঁদের হাসি,
মিষ্টি শিশু আমরা তোদের
ভীষণ ভালোবাসি।

নতুন বাড়ির ইষ্টি

(প্রবাসে যে সকল বাঙালি শিশুরা জন্ম নিচেছ বা নিয়েছে তাদের উদ্দেশে)

সাত ফাগুনের রঙের ভেলা
ভিড়লো তীরে বিকেল বেলা
সেই ভেলাতে চড়ে এলো
নতুন বাড়ির ইষ্টি,
সেই খুশিতে বনের পাখি
করছে কেমন ডাকাডাকি
ঘুঙুর পায়ে নাচতে থাকে
টিনের চালে বিষ্টি।

বাঙলা লিমেরিক

এই সবুজের দেশটি জুড়ে লক্ষ ধানি বিল্ ছিলো
শাপলা শালুক কোয়েল ডাকা কত্ত মাছের ঝিল ছিলো
গোল্লা ছুঠের খিল্ ছিলো
কথায় কাজের মিল্ ছিলো
পরের দুখে কাঁদতো মানুষ এম্নি সবার দিল্ ছিলো।

ছ'ঋতুর তালিকা

(আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক হেলালউদ্দিন আহমদ শ্রদ্ধাভাজনেষু)

গ্রীস্মেতে খাবে 'নদী'
টক-ঝাল-মিষ্টি,
বর্ষাতে মুড়ি খাবে
নেমে এলে বিষ্টি।

শরতের শেষে হবে
তার বাকি লিষ্টি
তালবড়া খেয়ে দেবে
হেমন্তে দিষ্টি।

ডোল ভরে রেখে দেবে
আমনের ধান্য,
শীতের পিঠাতে মজা
কী যে অসামান্য।

পুতুলের কপালেতে
রাঙা টিপ দিয়ে সে
বসন্ত এলে দেবে
পুতুলের বিয়ে সে।

এমনিতে শেষ করে
ছ'ঋতুর তালিকা
দোয়েলের গানে গানে
ঘুমায় এ বালিকা।

চাঁদের নাতি

(ড. আশরাফ সিদ্দিকী শ্রদ্ধাভাজনেষু)

বৃষ্টি ভেজা শাওন ভাদর
মেলছে কারা ছাতি?
-কোলা ব্যাঙের নাতি।

রাতের বেলা ডোবার পাড়ে
কারা জ্বালায় বাতি?
-সোনা ব্যাঙের নাতি।

লক্ষ তারায় পগার জুড়ে
সাজায় কারা রাতি?
-বন জোনাকির নাতি।

বুড়ো বটের ডালে কারা
করছে মাতামাতি?
-মামদো ভূতের নাতি।

বন বিড়ালে মুরগী নিলে
কে থাকে তার সাথী?
-খেঁক শিয়ালের নাতি।

সব পেয়ারা খেলো কারা
কোন পশুদের জাতি?
-কাঠবিড়ালীর নাতি।

কাঁদলো কারা বেতের ঝোপে
কালকে সারা রাতি?
-নীল ডাহুকীর নাতি।
সবার যখন দাদু আছে
আমার দাদু কই?
বলবো কারে সই?
ওই আকাশে চাঁদটা তোমার
দাদু এবং সই
এবার খোলো বই।

সারসের পিকনিক্

কথা হলো সারসেরা 'পিকনিক' করবে
সবে মিলে বিলে ঝিলে ছোট মাছ ধরবে।
সকালের সুয্যিটা ওঠে যেই হাসবে,
তারও আগে উড়ে সবে 'চরমাশা' আসবে।

দোয়েলকে বলা হলো পিকনিকে গাইবে,
গানে গানে নদীজলে দিল খুলে নাইবে।
হরিয়াল পাখিরাও এসে তাতে নাচবে,
রকমারি মিউজিকও তাতে নাকি বাজবে।

দিন এলে কাজে নেমে ধরে কতো মাছ
সেই সুখে নাচে তারা মনিপুরী নাচ।
রান্নার আয়োজনে লেগে গেলো তাহারা
কেউ সাজে রাঁধুনী ও কেউ দেয় পাহারা।

চারদিকে সাজিয়েছে তাহাদের পালকে,
বন হলো উজ্জ্বল রকমারি আলোকে।
সকলের পাতে আহা মাছ-মুড়ি-ঘন্ট,
পিকনিকে ভেসে আসে দোয়েলের কণ্ঠ।

ঘ্রাণ পেয়ে দুর থেকে শিয়ালের চাচ্চা
ছুটে এসে বলে ভাই খাবে নাকি লাচ্ছা?
আহা কী যে মৌ মৌ লাচ্ছার স্বাদ
তোমাদের ছাড়া খেলে হবে অপরাধ!

বহু খোঁজ করে তবু তোমাদের পাই না,
মেহমান ছাড়া আমি কখ্খনো খাই না!
লাচ্ছার খোঁজ পেয়ে ছুটে গেলো সকলে
পিকনিক চলে গেলো শিয়ালের দখলে।

ছন্দ তালে বলছে মীরা

ছড়া গানের সুরে সুরে
দিচেছ কতো উপমা
ছন্দ তালে বলছে মীরা
খাদ্য খাবে সুষমা।

বিকেল বেলার খেলাধুলা
রাখবে তাজা শরীর মন,
সন্ধ্যে হলে নামাজ শেষে
করবে পড়ার আয়োজন।

পাঠের শেষে খানা খাবে
আসবে চোখে ঘুমের বান,
জোনাক জ্বলা নিঝুম রাতে
ঘুমপরীরা গাইবে গান।

সুয্যিমামা জাগবে যখন
জাগবে তুমি আফিয়া,
উঠলে তুমি গাইবে তখন
শ্যামা দোয়েল পাপিয়া।

সুর মিলিয়ে পড়বে তুমি
আলিফ বা-তা-ছা,
যা শেখাবে ক্বারীসাহেব
মনে রাখবে তা।

আমপারা শেষ করবে তুমি
ধরবে বুকে কোরআন চুমি।

একটুখানি ব্যায়াম করে
করবে গোসল খানা শেষ,
ইসকুলেতে যাবে হেঁটে
বলবে সবে বাহ্‌বা বেশ।

রোদের মাঝে বৃষ্টি

আকাশ জুড়ে রোদের খেলা
বাতাস কেমন মিষ্টি,
টিনের চালে নাচতে থাকে
টাপুর টুপুর বিষ্টি।

রোদের মাঝে বৃষ্টি
আল্লাতালার সৃষ্টি!

সুয্যি যখন হাসে
বৃষ্টি যদি আসে
ঠিক তখনি রঙ ধনুটা
হাসবে তাদের পাশে।

লুবনা এবং জেকরা ভেবে
কিচ্ছু খুঁজে পায় না,
রোদের মাঝে বৃষ্টি হবে
কেমন তরো বায়না!?

বললো দাদু-ধুররে বোকা
ভাবছো কেন মিছে,
খেঁক্শিয়ালের চলছে বিয়ে
হোগ্লা পাতার নিচে।

তাইতো রোদে বৃষ্টি ঝরে
রঙধনু যায় সৃষ্টি করে।
এমনি দিনে সবচে' ভালো
ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ,
লিখে তাতে দাও ভরিয়ে
কদম ফুলের গন্ধ।

শীতের ছড়া

পশমকাটা বাতাস এলো
বরফ জলে স্নান করে!
কাঁদছে শীতে নেংটা শিশু
দুঃখ অভিমান করে।

পায়না খেতে পড়তে তারা
শুরকি, মুটের কাজ করে,
হায়রে দুখের কালো মেঘে
রাখছে জীবন সাঁঝ করে!

বড় বাড়ির লেপ-তোষকে
আমরা যারা বাস করি,
নিত্য নতুন পোশাক পরে
খুব বেশী বিলাস করি।

চলনা সাথী ওই দুখীদের
কয়টা কাপড় দান করি,
এবং কিছু খাদ্য দিয়ে
কষ্ট অবসান করি।

পাগলী মেয়ে আম্বিয়া

(ছড়াকার আশরাফুল মান্নান বন্ধুবরেষু)

মহত্পুরে জন্ম তাহার
পাগলী মেয়ে আম্বিয়া,
ভাই-বেরাদার সবাই গেছে
সউদী, কাতার, জাম্বিয়া।

ভিন্ দেশেতে চায় না যেতে
গাঁয়েই পড়ে থাকবে সে,
আপন দেশের মাটির বুকে
আল্লাহ রসুল ডাকবে সে।

সবাই দিতে বিদেশ পাড়ি
থাকলো দেশে আম্বিয়া,
তার কাছে যে ভাল্লাগেনা
সউদী কাতার জাম্বিয়া।

লাল ফুলের গান

বলতে পারো বৈশাখী ওই
পলাশ জবা লাল কেন,
থোকা থোকা রক্তমাথা
কৃষ্ণচূড়ার ডাল কেন?

হায়রে খোদা! তাও জাননা?
আচ্ছা শোনো কান দিয়ে,
আট, ফাগুনে সোনার ছেলে
ভাষার তরে জান দিয়ে...

লুটায় তারা মাটির বুকে
মায়ের ভাষায় প্রাণ এলো
সেই ছেলেদের রক্তে ভিজেই
লাল ফুলেদের গান এলো।

ভাষার সেনা

এই মাটিতে মিশে আছে
বাঙলা ভাষার সেনা,
তাঁদের বুকের রক্ত দামে
বর্ণমালা কেনা!

জলোচ্ছ্বাস'৯১

ভেসে গেলো জলোচ্ছ্বাসে
লক্ষ সুখের ঘর,
লক্ষ সোনামনি ভাসে
হায়রে জলের 'পর!

ভাসছে আরো পশু পাখি
ওদের মা ও বাবা,
রুখতে কেহ পারে না হায়!
জলোচ্ছ্বাসের থাবা!

হায়রে নিঠুর ঝড়
প্রলয় ভয়ংকর!
লক্ষ লোকের প্রাণ কেড়ে সে
গড়লো বিরাণ চর!!

সাটুরিয়ার ঝড়'৮৯

সেই বিকেলে সাটুরিয়ায়
হানা দিলে ঝড়,
ভেঙ্গে গেলো গাছপালা আর
নেয় উড়িয়ে ঘর!

ঠিক তখনো খেলার মাঠে
কত্তো সোনামুখ,
খেলতে ছিলো ভুলে গিয়ে
যত্তো অভাব দুখ্!

কিন্তু ঝড়ে মারলে থাবা
লাগলো তাদের গায়
লক্ষ পাখির দেশটি ছেড়ে
যায় হারিয়ে হায়!

দীপ্তি বীনা মীনা

দীপ্তি বীনা নাচে
নাচন দেখে ডোবার ব্যাঙে
আসলো তাদের কাছে।

ছড়া কাটে বীনা
ঘুঙুর পায়ে দীপ্তি নাচে
তবলা বাজায় মীনা।

আসলো বিড়াল ছানা
আসলো টিয়ে ময়না তোতা
নাচলো মেলে ডানা।

তাধিন তাধিন ছন্দ গান
দোয়েল কোয়েল ধরছে টান
কান্ড দেখে হাসছে দাদু
দাদী ধরে মলছে কান!

তিনটি ইতিহাসের গল্প

(১)

অতীতের বাংলা

বলবো কথা অল্প
সত্যি কথা বলছি শোনো
ইতিহাসের গল্প।

বাংলাদেশে কী না ছিলো
স্বপ্ন সুখের বীণা ছিলো
সত্য কথার ভাষণ ছিলো
শায়েস্তা খাঁর শাসন ছিলো।

মিলতো জানো কি?
আট মন চাল টাকায় ছিলো!
মসলিনও ঢাকায় ছিলো
মিলতো টাকায় দশটি টিনের
টাট্‌কা গাওয়া ঘি!

(২)

ময়ূর সিংহাসন

এক চেয়ারের মূল্য কত?
বলবে সবাই দু'তিন শত।
কিন্তু সেটা রাজার চেয়ার
তাইতো ওতে বিশেষ 'কেয়ার'

স্বর্ণ রুপা হীরে দিয়ে
তৈরী চেয়ারখানা,
ইচ্ছে হলে আকাশ নীলে

ধরবে মেলে ডানা!
সেই চেয়ারে খরচ করে
উনিশ কোটি টাকা (!?)
তাতেই বসে শাসন করে
দিল্লী এবং ঢাকা!
মোঘল যুগের বাদশা তিনি
শাহজাহানের আসন,
সে আসনের নামকি জানো?
ময়ূর সিংহাসন।

(৩)

যাঁর নামে চাঁদপুর

(চাঁদপুরে গনি মডেল হাই স্কুলে আমার প্রিয় শিক্ষকগন জনাব আবদুল মান্নান, মোঃ ফিরোজ মিয়া এবং জীবন কানাই চক্রবর্তী)

ফকির ও কামেল তিনি
চাঁদশাহ পীর
পাশে তার ডাকাতিয়া
বহে তির তির।

খবরটা রটে গেলো
দূর বহু দূর
ফুলে ফলে ভরে তাঁর
সাধনার সুর।

চাষাবাদ করে করে
মাঝপথে গেলো ঝরে
বকুলেরা ঝুর ঝুর
গন্ধ বিলায়,
মোহনার কূলে কূলে
আলোকিত চাঁদও দুলে
চাঁদপুর নামও এলো
সেই উছিলায়।

একাত্তরে

একাত্তরের নিঝুম রাতে
ঘুম ঘুম সব চোখের পাতে
আকাশ ভাঙা কামান গোলার
শব্দ ভেসে আসলো
কান্না মিশে আসলো
নাপাক সেনা ওই দৈত্যগুলো
বাংলাদেশে আসলো!

ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেবে
বুটের তলায় পিষিয়ে দেবে
বাঙালিদের আশার আলো
নিভিয়ে দিতে চায় ওরা
ছিনিয়ে নিতে চায় ওরা
তিন মিলিয়ন বাঙালিদের
রক্ত চুষে খায় ওরা!

তাইনা দেখে ক্ষেপলো জেলে
কামার কুলি দামাল ছেলে
দস্যুদেরই শাবল, টেটায়
পাল্টা আঘাত হানলো
বাংলা মাকে জানলো,
নয় মাসের ওই যুদ্ধে ওঁরা
দেশটা কেড়ে আনলো!।

কবি নজরুল

ডানপিটে ছেলেটার দেখো কারবার
কোনো কাজে মন তার নয় হারবার!
হাঁটবেনা কারো পিছু ধারবেনা ধার
অধিকার কেড়ে নিতে জাগে বারবার।

শালিকের ছানা নিয়ে করে হইচই
এই ছিলো এইখানে ফের গেলো কই
পড়শীর জামগাছে ঢিল মেরে খুশি,
নালিশঅলার নাকে দেয় মেরে ঘুষি!

ইসকুল পালিয়ে সে দেবে জোরে লম্ফ
হররোজ পাড়াতে সে তোলে ভূমিকম্প!
গেয়ে গান পেলো মান লেটো দলে সেরা
আর কভূ হলোনা তো ঘরে তার ফেরা!

যোগ দিয়ে সৈনিকে ঘুরে বহুদেশ
কবিতার চর্চাটি সাথে চলে বেশ।
কবিতায় জ্বলে উঠে সূর্যের তেজ!
গানে কবিতায় কাটে শত্রুর লেজ!

'অগ্নিবীণা'তে ফুটে আগুনের ফুল,
'বিষের বাঁশী'তে ছিঁড়ে শোষকের চুল!
'বিদ্রোহী' কবিতায় উঁচু করে শির
আজাদীর গান গায় এই মহাবীর।

ছাপা হলে তাঁর সেই কবিতা ও গান,
শোষকের মন ভেঙ্গে হলো খান্ খান্!
হাত বেঁধে শত্রুরা দিলে তারে জেল
মানে না সে মানে না তো মৃত্যুর সেল্!

মুখর সে কবি হায়! মূক হয়ে গেলো
হঠাৎ বন্ধ কলম সব এলোমেলো।

তারপরে কিছুকাল জীবনের রথ
থেমে থেমে রুখে যায় আসে শেষ পথ।
অবশেষে চলে গেলো দুর বহুদুর
আমাদের বুকে চির বেদনার সুর।

আসানশোলের ওই চুরুলিয়া গ্রাম
গ্রাম নয় যেন তা সবুজ এক খাম।
সে অবুঝ দেশের এই পাখি বুলবুল
কাজী নজরুল তিনি কবি নজরুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেই বালকের গল্প বলি
নয় সে টোকাই, পথকলি।
সেই বালকের জন্ম ছিলো
জমিদারের ঘরে,
সকাল বিকেল করতো খেলা
জ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে।

কী জানি কোন খেয়ালে
'জল পড়ে পাতা নড়ে'
লিখলো যেদিন দেয়ালে..

ওই লেখা তার হাতে খড়ি
হাত পাকাতে শুরু,
অবশেষে হলেন তিনি
সব কবিদের গুরু!।

ঘুম ভাঙালো বিশ্বে সবার
কবির গানের কলি,
নোবেল পুরস্কারও পেলেন
লিখে 'গীতাঞ্জলি'।

তোমার আমার সবার জানা
চেনা সবার কাছে,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি
সবার মাঝেই আছে।

বিজয় দিনের গান

একাত্তরের ডিসেম্বরে
রক্তে রাঙা ভোর এলো
হায়! নিদারুণ রক্তঝরা
নয়টি মাসের ঘোর গেলো।

লক্ষ লাশের ভেলায় চড়ে
বাংলা মায়ের মান এলো,
পঙ্গু ছেলের কণ্ঠ বেয়ে
বিজয় দিনের গান এলো।

মিষ্টি সুবাতাস এলো
লক্ষ ফুলের বাস এলো
পাখনা মেলে উড়তে পাখি
মুক্ত নীলাকাশ পেলো।

ভাষার লিমেরিক

বাঙলা ভাষার দাবী নিয়ে তুললো যারা ঝড়
আটই ফাগুন ছিলো তখন ভীষণ ভয়ংকর!
তাদের দাবী ভাষার মান
গুলীর মুখে হারায় প্রাণ
সেই শহীদের শপথ ছিলো 'কর্ নতুনা মর্!'

বাপী তোমার জন্যে

(অকাল প্রয়াত ছড়াকার বাপী শাহরিয়ার স্মরণে)

বাপী তোমার জন্যে আমার
কেমন করে মন,
জুঁই চামেলী ফুলের বোটায়
কেমন শিহরণ।

ফুল বাগানে বুলবুলিরা
হারায় গানের সুর!
উড়ে গেলে বাপী তুমি
কোন সে অচিনপুর?

রকম রকম ছড়া তোমার
পরীর হাতের তুলি
কেমন করে ভুলি তোমায়
কেমন করে ভুলি।

ফিরে এলো ফাগুন

ফিরে এলো ফাগুন
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন!
শিমুল পলাশ জবা
রক্তে ভেজা ফুলগুলো সব করছে শোকের সভা!

রক্তগুলো তাঁদের
মায়ের ভাষা আনতে গিয়ে লাগলো গুলী যাঁদের।
ফাগুন এলে ঘুরে
সেই শহীদের স্মৃতি ছায়ায়
আমরা ছুটি মোহন মায়ায়
গান গেয়ে যায় কোকিলগুলো কুহু কুহু সুরে।

আমার পরিচয়

ছোট গাঁও বড় নামে তরপুরচন্ডী
ঘোড়ামারা মাঠ তার পশ্চিম গন্ডি।
উত্তরে রেলপথ, দক্ষিণে নদী
নাম তার ডাকাতিয়া বহে নিরবধি।

পূবে যত গাঁও আহা সবুজের ছবি
পশ্চিমে চাঁদপুর বিরহের কবি।
হেনেছে মেঘনা তার বুকেতে আঘাত
বেদনার ধুপ তাতে জ্বলে দিনরাত!

শহরের পাশে থাকি তবে কিছু দুর
যেখানে পাখির গান সুর সুমধুর।
সকাল সন্ধ্যা ঘুঘু দোয়েলেরা ডাকে
ঝি ঝিঁ জোনাকিরা নাচে শিয়ালের হাঁকে।

উনিশ শ' আটান্ন অক্টোবরের দুই
জন্ম নিয়ে চিনতে শিখি শাপলা শালুক পুঁই।
হাটতে যখন শিখছি তখন বয়স ছিলো দুই
আমার পিতার মৃত্যু দেখে বিধঁলো মনে সুঁই!

শিশু মনে শত ব্যাথা শত কারুকাজ
শত রঙ তুলি দিয়ে এঁকে যাই আজ।
লাখোকোটি শিশুদের এই বুকে বাস
করে যাই আমি তাই ছড়া দিয়ে চাষ।
শিশুদের দিতে চাই বকুলের গন্ধ
নদী আর রঙধনু বৃষ্টির ছন্দ।
দিতে চাই পাখিদের শত কলগীত্
শহীদের দানে এই বাংলার ভিত্।

লাখো সবুজের মন করি যদি জয়
ছড়াকারই যেন হয় মোর পরিচয়।

আশির দশকে লিখি 'কিচিরমিচির'
সেই থেকে আজও লিখি মরুর শিশির!
আজও করি মরুভূমে **পলাশ** এর চাষ
নিদারুণ কাঁটাবনে মোর বসবাস!
দেশ ছেড়ে বিদেশে আমি অনিকেত
আমি সেই যাযাবর দেওয়ান বাসেত।

* * *

নেই এখানে সবুজ মায়া মরুর পরিবেশ
তবু ছড়ার ছন্দ দিয়ে কাজটি হলো শেষ।

(সংশোধিত ও সম্পাদিত ২০ জুলাই ২০০৬ইং)

সমাপ্ত